প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর খোলা চিঠি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি লিখেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে চিঠিটি পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু।

২ হাজার ৬৬৪ শব্দের খোলা চিঠিতে এই মুক্তিযোদ্ধা দেশের চলমান পরিস্থিতি, সংকট নিয়ে লিখেছেন। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঈদুল আজহার দিন গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবনে তাকে দেখতে যেতে বলেছেন। এমনটা করলে দেশের জনগণ খুশি হবে বলেও জানিয়েছেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

চিঠির শুরুতে ডা.জাফরুল্লাহ চৌধুরী লিখেছেন, প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একজন নাগরিকের খোলা চিঠি।

অতীতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এই খোলা চিঠি লিখছি। আশা করি, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের কেউ না কেউ আমার এই খোলা চিঠিটি আপনার নজরে আনবেন এবং আমি একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পাব। প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটাই একজন নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা।

সূত্র- যুগান্তর

দেশে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু,

শনাক্ত ২৭৭২

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ২ হাজার ৯৬৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৭৭২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮০১ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ২৫ হাজার ৬৮৩ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৫৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৭৭২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ২ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৬ জন ও নারী ১১ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৯৬৫ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২ হাজার ৩৩২ জন আর নারী ৬৩৩ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮০১ জন এ পর্যন্ত সুস্থ ১ লাখ ২৫ হাজার ৬৮৩ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বয়স বিভাজনে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৮ জন এবং ৮১-৯০ বছরের একজন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩২ জন এবং বাড়িতে ৩ জন মারা গেছেন।

ডা. নাসিমা আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ২৪ জন, চট্টগ্রামে ৫, খুলনায় ২, রংপুরে ৩,

বরিশালে ২ এবং ময়মনসিংহে একজন মারা গেছেন।

এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে এক হাজার ৪৩২ জন, চট্টগ্রামে ৭২৬, রাজশাহী ১৭৪, খুলনায় ২০৮, বরিশালে ১১২, রংপুরে ১১১, সিলেটে ১৪০ এবং ময়মনসিংহে ৬২ জন মারা গেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

প্রাথমিকে শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ দুই মাস বাড়ানোর পরিকল্পনা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ দুই মাস বাড়িয়ে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে শেষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অনির্ধারিত ছুটির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমন পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন।

সোমবার শিক্ষা বিট সাংবাদিকদের একাংশ আয়োজিত ‘করোনায় প্রাথমিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনারে তিনি এমন কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে গত চার মাস ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমরা নানা ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। দীর্ঘ দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায়

চলতি বছরের সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অংশ থেকে এ সিলেবাস তৈরি করা হবে, গুরুত্ব কম হলে তা কমিয়ে আনার কাজ শুরু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার চিন্তাভাবনা রয়েছে। যদি এ সময়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হয় তবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে ক্লাস মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে চলতি বছরের শিক্ষাবর্ষ দুই মাস বাড়িয়ে তা আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নেয়ার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পদ্মা ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতে সাহেদের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

পদ্মা ব্যাংকের ২ কোটি ৭১ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. সাহেদসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ সংস্থাটির উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ হক বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। দুদকের জনসংযোগ কার্যালয় বিষয়টি জানিয়েছে।

মামলায় পদ্মা ব্যাংকের (সাবেক দি ফারমার্স ব্যাংক) পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল হক চিশতি ওরফে বাবুল চিশতি, বকশীগঞ্জ জুট স্পিনার্স লিমিটিডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাবুল চিশতির ছেলে রাশেদুল হক চিশতি, রিজেন্ট হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইব্রাহিম খলিলকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে ঋণের নামে পদ্মা ব্যাংকের (সাবেক

ফারমার্স ব্যাংক), গুলশান কর্পোরেট শাখার ১ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন।

বর্তমানে সুদাসলসহ ২ কোটি ৭১ লাখ টাকা দাঁড়িয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।

করোনার পরীক্ষা না করে ভুয়া রিপোর্ট প্রদানসহ চিকিৎসার নামে প্রতারণা ও জালিয়তির অভিযোগে ৬ জুলাই এক অভিযানে ঢাকায় রিজেন্টের দুটি হাসপাতাল বন্ধ করে র্যাব। পরে ওই হাসপাতালের অনুমোদন বাতিল করে স্বাস্থ্য বিভাগ। এ ঘটনায় করা মামলায় ১৫ জুলাই সাতক্ষীরা দেবহাটা সীমান্ত থেকে সাহেদকে গ্রেফতার করে র্যাব।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

২৮ চিকিৎসককে বদলি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

২৮ চিকিৎসককে বদলি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এই চিকিৎসকদের সবাই ৩৯তম বিসিএসে নিয়োগপ্রাপ্ত। গতকাল রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা বদলির নোটিশ জারি করে। কাল মঙ্গলবার থেকে এই চিকিৎসকেরা নতুন কর্মস্থলে যোগ দেবেন।

২৮ চিকিৎসকের মধ্যে নয়জনকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবং অন্যদের শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের মধ্যে নয়জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে, একজন ঢাকার সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ও ১৮ জন বসুন্ধরা আইসোলেশন সেন্টারে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক প্রশাসন বেলাল হোসেন বলেন, এটা

(বদলি) অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজ।

আগে বিমানবন্দরে যতজন চিকিৎসক ছিলেন, তাদের অন্যান্য জায়গায় পদায়ন করা হয়। কারণ, বিমান চলাচল স্বাভাবিক ছিল না। এখন বিমানবন্দর থেকে চিকিৎসকের চাহিদা দেওয়া হয়েছে।

বসুন্ধরাতেও আগে প্রায় ২০০ চিকিৎসক দেওয়া হয়েছিল। সেখানে অত চিকিৎসক প্রয়োজন নেই বলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বদলি করা হলো। এই চিকিৎসকেরা কোভিড-১৯-এর চিকিৎসা দেবেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে উন্নয়ন কাজ সাময়িক বন্ধ: ওবায়দুল কাদের

ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ফ্লাইওভারসহ অন্যান্য চলমান উন্নয়ন কাজ সাময়িক বন্ধ রাখতে আবারও নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি আজ তার সরকারি বাসভবন থেকে ঈদকে সামনে রেখে গাজীপুরের সড়ক বিভাগ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সাথে এক ভিডিও কনফারেন্সে এ নির্দেশ দেন।

টঙ্গী হতে গাজীপুর চৌরাস্তা এবং বাইপাস, নবীনগর-চন্দ্রা, ভোগড়া-চন্দ্রা-কালিয়কৈর-এলেঙ্গা করিডোর পর্যন্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা যথাযথ করার নির্দেশ দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, তাহলে ঘরমুখো মানুষের ভোগান্তি কম হবে।

ঈদের আগের ২দিন গাজীপুর এলাকার গার্মেন্টসগুলো ছুটি হওয়ায় যাত্রীদের চাপ বেড়ে যায় তাই বিজেএমইর সাথে পরিকল্পনা করে বাড়তি চাপ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে হবে বলেন সড়ক পরিবহন ও

সেতুমন্ত্রী।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনী হাসপাতালে করোনা প্রতিরোধে জীবানু নাশক ডিজইনফেক্টেড বক্স স্থাপন

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জীবানুনাশক ডিজইনফেক্টেড ইলেক্ট্রিক বক্স স্থাপন করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান ফটকের সামনে ডিজইনফেক্টেড বক্স এর আনুষ্ঠানিক উ্দ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

এডিপি প্রকল্পের অর্থায়নে এর নির্মাণ ও স্থাপন ব্যায় ধরা হয় ১ লাখ ৫ হাজার টাকা। গাংনী উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলমের সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অথিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিশ শাহনেওয়াজ।

এসময় উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ গোলাপ আলী শেখ,স্বাস্থ কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার সাদিয়া সুলতানা সহ অন্যান্য চিকিৎসকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

ইলেক্ট্রিক্যাল এই জীবানুনাশক বক্স স্থাপনে গাংনীতে করোনা প্রতিরোধে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। এর মধ্যে বাষ্প তৈরীর মাধ্যমে একটি তাপমাত্র তৈরী করবে যার ফারেন হাইট তাপমাত্রা হবে ৬০ ডিগ্◌্রী সেলসিয়াস।

প্রধান অতিথি এমএখালেক বলেন, শুধু মাত্র হাসপাতালে নয়,করোনা প্রতিরোধে মানুষকে জীবানু মুক্ত করনের জন্য এই ডিজ ইনফেক্টেড বক্স জনবহুল জায়গাসহ প্রতিটি ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে জীবানুনাশক যন্ত্র স্থাপন করা হবে। মেহেরপুর জেলায় এই প্রথম এই জীবানুনাশক যন্ত্র গাংনীতে স্থাপন করা হলো।

ঝিনাইদহে পৌর আওয়ামী লীগের বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন

‘গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার সকালে শহরের ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়।

এসময় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন, সরকারি কেসি কলেজ ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আবু সুমন বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে ২০ টি গাছের চারা রোপন করা হয়। পর্যায়ক্রমে পৌর এলাকাসহ সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার গাছের চারা রোপন করা হবে বলে জানান আয়োজকরা।

ঝিনাইদহে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু

“মুজিববর্ষের অঙ্গিকার পুলিশ হবে জনতার” এ শ্লোগান নিয়ে ঝিনাইদহে বিট পুলিশ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রোববার সকালে শহরের ব্যপারী পাড়ায় বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান।

উদ্বোধন শেষে সারাদেশে করোনায় পুলিশ সদস্যসহ যারা মারা গেছে

তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এসময় পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান জানান, জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ৮৫টি বিট পুলিশিং কার্যালয় খোলা হবে। পুলিশী সেবা মানুষের দোড় গড়াই পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। প্রতিটি বিট পুলিশিং অফিসে একজন এস আই, একজন এএসআই ও তিনজন করে কনস্টেবল খাকবে।

তারা মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহন করবে। তারপর আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষ দ্রুত পুলিশী সেবা পাবে বলে তিনি আরো জানান।

করোনা চিকিৎসা তদারকিতে টাস্কফোর্স গঠন

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এ সংক্রান্ত চিকিৎসা কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকি করার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে এই টাস্কফোর্স গঠন করে আদেশ জারি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) মো. মোস্তফা কামালকে ৯ সদস্যের টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়, কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও আক্রান্ত রোগীদের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত জারি করা পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নির্দেশনা ও যেসব কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি করার জন্য একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের যুগ্মসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব

(প্রশাসন), অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা) ও আইডিসিআরের পরিচালক।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১) টাক্সফোর্স কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আদেশে বলা হয়েছে। এই টাস্কফোর্সের কর্মপরিধির বিষয়েও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে, টাস্কফোর্সকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে জারি করা পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নির্দেশনা ও যেসব কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি করবে। টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিকভাবে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত অভিযোগ ও তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেবে।

এছাড়া বিভিন্ন কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের সমন্বয় করা, যেসব হাসপাতাল ও ল্যাবে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয় তাদের লাইসেন্সের যথার্থতা পরীক্ষা করা, কোভিড-১৯ এর পরীক্ষার জন্য সরকার নির্ধারিত ফি যথাযথভাবে আদায় করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা, যেসব হাসপাতালে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয় সেখানে পর্যাপ্ত জনবল ও পরীক্ষার যথাযথ ফ্যাসিলিটিজ আছে কিনা তা যাচাই করবে টাস্কফোর্স।

এই টাস্কফোর্স কমিটি ৫০ শয্যার বেশি হাসপাতালগুলোতে কাজ করবে। আর টাস্কফোর্স কমপক্ষে প্রতি দুই মাসে একবার সভা করবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন